□ ।। অপু ।।

অপু পথের পাঁচালী উপন্যাসের সর্বপ্রধান চরিত্র। যদিও এই উপন্যাসে অপুর পরিপূর্ণ ছবি আমরা পাই না, তার শৈশব লীলাই এখানে চিত্রিত, কিন্তু তার সেই শৈশব জীবনের গতি প্রকৃতির একটা ইতিহাস এখানে মেলে, যার ভেতর দিয়ে তার ভবিষ্যত জীবনে উত্তরণের একটা দিকও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপু হরিহর রায় নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হলেও তার প্রকৃত পরিচয় ও ঠিকানা নিশ্চিন্দিপুরের নিসর্গ প্রকৃতি। নিসর্গ প্রকৃতির বাইরে অপুকে চেনা দুষ্কর। গাছ-গাছালি ঘেরা নিশ্চিন্দিপুরের ধুলো-মাটিতে ভূমিষ্ঠ হওয়া ইস্তক যে শিশু চোখ মেলে প্রথম এই উদার প্রকৃতিকে দেখেছে ও পেয়েছে, তার জীবনে প্রকৃতির আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাই তাকে চিনতে গেলে প্রকৃতির ভেতর দিয়েই চিনতে হয়। কিন্তু তার পরিচয়ের পরিপূর্ণতায় আরএকজনকে বাদ দিলে চলে না। সে অপুর অগ্রজা দুর্গা। দুর্গা আর প্রকৃতি এই দু'য়ে মিলেই একটি সম্পূর্ণ অপু।

অপু প্রকৃতিতে শান্ত, ধীর-স্থির এবং স্বপ্নালু। তার যেটুকু বাউণ্ডুলেপনা তা কেবল তার দিদির সংস্পর্শে। দিদির হাত ধরে তার প্রথম প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ। তার হাত ধরেই তার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে এগাছ-সেগাছের নোনা-আম সংগ্রহ করা। তাহলেও কিন্তু অপুর চরিত্র ঠিক তার দিদির বিপরীত। সে দিদির মত প্রাকৃতিক দ্রব্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনকে বড়ো করে দেখে না, পরন্তু ফুল, ফল, পাখী অজানা কোনো গাছ তাকে বিস্মিত করে-মুগ্ধ করে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাক। দিদির ভাষায় সেজন্য সে হাঁদা।

অপু কল্পনাপ্রবণ— স্বপ্ন দেখতে সে ভালোবাসে। তার সেই কল্পনা প্রবণতার উদাহরণ 'ছায়া ভরা বৈকালটিতে নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়' তার মনে হয় 'আজন্ম সাথী সুপরিচিত এই আনন্দভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন-দেশের বার্তা

Scanned with CamScanner

যে জড়ানো আছে।..... বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়াভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায়, এক তরুণ বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া কে প্রার্থী একজন তাহার কবচ-কুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে ..... ঐ যে পোড়ো ভিটার বেল তলাটা—ওইখানেই তো শরশয্যাশায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণ বাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জুন ভোগবতী ধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূ তটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া দশরথ মৃগভ্রমে যে জল আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন --সে ঘটিয়াছিল ওই রাণুদিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা তাহারই ধারে।' এইভাবে কল্পনার জালে রাণুদিদিদের জামতলার ডোবার ধারে রামায়ণ-মহাভারতের রথী-মহারথীরা নিমেষে বাঁধা পড়ে।

শিশুমন এমনিতেই অজানা রহস্যের প্রতিএকটু বেশী আকর্ষণ বোধ করে। অপুর ক্ষেত্রে সেই আকর্ষণের তীব্রতা কোথাও কম ছিল না বরঞ্চ সেই সঙ্গে সে একটু বেশী অনুসন্ধিৎসুও। মাঘের শেষে বাবার সঙ্গে তার নীলকুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখতে যাওয়ার পথে 'এটা কি গেল,' 'ওটা কি গেল'--প্রভৃতি নানা জিজ্ঞাসায় কিংবা পথের ধারে নীচু ঝোপে উজ্জ্বল রংএর আলকুশী ফলকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যাওয়ার ঘটনায় তার সেই আকর্ষণ— অনুসন্ধিৎসাকে স্মরণ করায়। অপুর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাপূরণের গাড়ীটাও চলতো পাশাপাশি তার একটা বড়ো দৃষ্টান্ত তার বাবার 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' পড়ে শকুনের ডিম মুখে পুরে আকশে উড়ে বেড়ানোর প্রচেষ্টা যাত্রা দেখে তার একাত্ম হয়ে পড়া, কিংবা সান্যাল মশায়ের ভ্রমণকাহিনীতে নিদারুণ মনোযোগ দেওয়া এবং মন ভাসিয়ে দেওয়া তার মানসলোকে রচনা করে আর এক নূতন দিগন্ত।

অপু একই সঙ্গে সাধারণ-অসাধারণ দুই-ই সাধারণ ক্রীড়া পাগল-পাঠ অনিচ্ছুক ছেলের মত সেও বাবার অনুপস্থিতির সুযোগে কড়ি খেলতে বেরিয়ে পড়ে, তাজবিবির ছবি দেখে আনন্দ পায়, মায়ের হাতের চালভাজা খেয়ে মনের সুখ বা তৃপ্তি পায়, অসুখের পরে এটা-ওটা খাবার জন্যে বায়না ধরে কিংবা আতুরী বুড়ীকে দেখে ভয় পায় এই সব পরিচিত সাধারণ ছবির পাশাপাশি তাকে অসাধারণ করে তার বর্হিমুখী আকর্ষণ তার ভেতরে ছিল রোমান্টিক সুলভ কবি মন। তারই কারণে প্রকৃতি তাকে ডাক দেয়— সেইজন্যে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' কিংবা 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' পড়তে পড়তে তার মন ছুটে যায় 'রাজবারার মরু পর্বতে'— দিল্লী-আগ্রার রঙমহালে-শিস্ মহালে।' মনের এই বর্হিগামীতার জন্যই অপুকে আনন্দ দেয় সীতার বনবাস এর 'জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির' বর্ণনা, কিংবা গঙ্গানন্দপুর যাত্রা পথের দু'ধারের নিসর্গ প্রকৃতির অপরূপতা কিংবা গ্রীষ্মের অপরাহ্নে মায়ের সঙ্গে নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে সুদূরের হাতছানি যা হারিয়ে যাওয়া রাঙীগাইকে খুঁজতে বেরিয়ে রেললাইন দেখার উৎসাহ বা ঔৎসুক্য। যাত্রা দেখে মন উদাস হয় দেশ ছেড়ে যাত্রাদলে যোগ দেওয়ার জন্য। এরই সঙ্গে যাত্রার নানা ঘটনা নকল করার প্রবণতা কিংবা অল্প বয়সে গল্পের কাঠামো রচনা তাকে সাধারণ বালকদের থেকে কিছুটা আলাদা করে দেয়।

শিশুমনে বিচিত্র রসানুভূতির সমন্বয়ও তার শিশু চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। অনেক দূরের কথায় তার শিশুমনে যেমন একটা বিস্ময় মাখানো ভাবের সৃষ্টি হত, তেমনি মানুষের প্রতি মমতায় তার শিশুমন এক অভিনব রসানুভূতির সন্ধান পেত। কতদিন দুপুর বেলায় মার মুখে কাশীদাসী মহাভারতের কর্ণবধের কাহিনী শুনে তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। 'সঙ্গে সঙ্গে

Scanned with CamScanner

মানুষের দুঃখে চোখের জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবনপথের যেদিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, অনাহত ব্যর্থতায় করুণ— পুরনো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্টি সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি নির্দেশে তাহার শিশু দৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।'

অবশ্য একথা ঠিক, অপুর চরিত্রের এত সব বৈচিত্র সত্ত্বেও পথের পাঁচালীতে অপুর কাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পরিপূর্ণ বা পূর্ণতর অপুকে পেতে গেলে আমাদের বিভূতিভূষণের লেখা অপুর জীবন কেন্দ্রিক পরবর্তী উপন্যাস অপরাজিত'র পাতা ওল্টাতে হবে। তবে পথের পাঁচালীতে অপুর পূর্ণতার ছবি ধরা না পড়লেও নিশ্চিন্দিপুরের নিসর্গপ্রকৃতিতে তার সম্ভাব্য ভবিষ্যত পূর্ণতার ক্ষেত্রটি চোখে পড়ে।

Scanned with CamScanner